সমকাল

24 JAN 2017

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য ছাড়াই চলছে খুবি

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ফায়েকউজ্জামান মেয়াদ শেষে বিদায় নিয়েছেন গত ৯ জানুয়ারি। এরপর থেকে শূন্য রয়েছে পদটি। এ ছাড়া উপ-উপাচার্যের পদ শূন্য প্রায় চার বছর। মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ায় উপাচার্যের কাজগুলো কেউ করতে পারছেন না। এর ফলে প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

খুবি সূত্রে জানা গেছে, খুবিতে সর্বশেষ উপ-উপাচার্য ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো. ফায়েকউজ্জামান। ২০১৩ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। তখন থেকে উপ-উপাচার্যের পদটি শূন্য রয়েছে। উপাচার্য হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত ৯ জানুয়ারি ড. ফায়েক বিদায় নিয়ে আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন।

প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা

কিন্তু উপাচার্যের কাজগুলো চালিয়ে নেওয়ার জন্য এখনও কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বড় বড় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন উপাচার্য। তার অনুমতি ছাড়া অনেক কাজ শিক্ষক-কর্মকর্তারা করতে পারেন না। কিন্তু পদটি শূন্য থাকায় ওই কাজগুলো কেউ করতে পারছেন না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার খান আতিয়ার রহমান জানান, তিনি যে কোনো কাজে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারেন। আর উপ-উপাচার্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারেন। এর বেশি পরিমাণ আর্থিক লেনদেনের জন্য উপাচার্যের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধানের ছুটি, কোনো বিভাগের বাইরে ট্যুর প্রোগ্রামের অনুমোদনসহ অন্য সব বড় কাজের জন্য উপাচার্যের অনুমতি প্রয়োজন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে যেতেও উপাচার্যের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপাচার্য না থাকায় এসব কাজ এখন স্থবির হয়ে পড়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সরদার শফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের দুটি পদই শূন্য থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে ট্রেজারারকে কিছু দৈনন্দিন কাজ করার অনুমতি দেওয়া হলে এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতো না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব শাখার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক খান মো. অলিয়ার রহমান বলেন, ৩০ হাজার টাকায় দৈনন্দিন কাজ ছাড়া তেমন কিছুই করা সম্ভব হয় না। বড় বড় আর্থিক লেনদেনের ফাইলগুলো এই দপ্তর ও ট্রেজারারের দপ্তর থেকে ছাড় হয়ে উপাচার্যের অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। তবে দৈনন্দিন কাজগুলো কোনো রকম চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ট্রেজারার খান আতিয়ার রহমান বলেন, উপাচার্য দেশের বাইরে বা ছুটিতে গেলে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে ওই দায়িত্ব পালন করার জন্য বলা হয়। কিন্তু এবার উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তা করা হয়নি। ফলে দৈনন্দিন কাজের বাইরে আর কিছু করা যাচ্ছে না। এই জটিলতা নিরসনে তিনি দ্রুত উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানান। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি এরই মধ্যে একাধিকবার মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছেন।

কে হচ্ছেন পরবর্তী উপাচার্য

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য কে হচ্ছেন তা নিয়ে ক্যাম্পাসে এবং ক্যাম্পাসের বাইরে চলছে নানা আলোচনা। এরই মধ্যে উপাচার্য পদে সম্ভাব্য চারজনের নাম শোনা গেছে। তবে বিধি অনুযায়ী খুবির আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এ পদে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

খুবির শিক্ষকরা জানান, উপাচার্য পদে সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন খুবির সদ্য বিদায়ী উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ফায়েকউজ্জামান, খুবি ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আহমেদ আহসানুজ্জামান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের প্রফেসর আজিজুল হক মাওলা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা। এর মধ্যে আহমেদ আহসানুজ্জামান ও আনন্দ কুমার সাহা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, বিদায়ী উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ ফায়েকউজ্জামান সুনামের সঙ্গে তার দায়িত্বকাল শেষ করেছেন। তাকেই আবার উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হতে পারে বলে তারা আশা করছেন। তবে উপ-উপাচার্য পদে আপাতত কাউকে নিয়োগ করা নাও হতে পারে বলে তারা জানান।